সংবাদ

১৯৬

তারিখ ১৮।১।৮১
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

সমস্যার আবর্তে বরগুনা সরকারী মহাবিদ্যালয়

বরগুনা, ১২ই জানুয়ারী (নিজস্ব সংবাদদাতা) :—বরগুনা মহকুমার সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বরগুনা সরকারী মহাবিদ্যালয়টি বর্তমানে নানা সমস্যায় জর্জরিত। তার মধ্যে রয়েছে শিক্ষার মান উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অবহেলা, শিক্ষকের অভাব এবং প্রয়োজনীয় শৌচকক্ষ ও যন্ত্রপাতির সংকট। সর্বোপরি, গত এপ্রিলের বন্যায় বিধ্বস্ত মহাবিদ্যালয়ের ভবনগুলো পুনরায় নির্মাণ না করার ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার কাজ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এদিকে কর্তৃপক্ষের বিশেষ কোন উদ্যোগ নেই।

বরগুনা মহাবিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৯ সনে বরগুনাকে মহকুমা হিসেবে ঘোষণায় পরে। কিন্তু মহকুমার ৬ লক্ষাধিক মানুষের অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিষ্ঠান হলেও মহাবিদ্যালয়টি শক্তিশালী প্রশাসনের অভাবে একটা উন্নতমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। ফলে বিভিন্ন সময় দেখা গেছে সরকারী বেসরকারীভাবে পাওয়া অর্থের অপচয় হতে। এই মহাবিদ্যালয়ে নেই শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ। ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার চেয়ে বেশী সময় দিতে হয় মহাবিদ্যালয়ে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের আন্দোলনে।

কোন বিভাগেই ১ জনের বেশী শিক্ষক নেই. কোন কোন বিভাগে শিক্ষক একজনও নেই। ছাত্র-শিক্ষকদের হোস্টেল, কমন রুম, মসজিদ, শহীদ মিনার নেই—যদিও প্রতিবছর ভিন্ন ভিন্ন খাতে প্রচুর টাকা ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে আদায় করা হয়। বিজ্ঞান বিভাগ, পাঠাগারে যন্ত্রপাতি, বই নেই, কিছু কিছু থাকলেও তা ছাত্র-ছাত্রীদের দেয়া হয় না। গত ৯ই এপ্রিলের বন্যায় বিধ্বস্ত কলেজ গৃহ পুনঃনির্মাণ না হওয়ায় প্রায় ১ হাজার ছাত্র-ছাত্রী নিয়মিত অধ্যয়ন করতে পারছে না স্থানাভাবের কারণে।

বর্ধিত হারে চাঁদা তোলার প্রতিবাদ

বরগুনা সরকারী মহাবিদ্যালয়ে নতুন ছাত্র ভর্তি ও পরীক্ষার আবেদনপত্র পূরণ করার সময় নির্দিষ্ট 'ফি' ছাড়াও প্রচুর অর্থ আদায় করা হয় বিভিন্ন বেসরকারী খাতে। সরকারী হওয়ার পরও এ সকল চাঁদার টাকা কোথায় যায় এ বিষয় ছাত্র-ছাত্রীরা উদ্বিগ্ন। সম্প্রতি বরগুনা সরকারী মহাবিদ্যালয় শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত এক ছাত্রসভায় বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অবৈধভাবে চাঁদা তোলার প্রতিবাদ করা হয়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মহাবিদ্যালয়টি অধ্যক্ষ ছাড়াই চলছে বহু দিন ধরে।